করোনায় আক্রান্ত মৃত ব্যক্তির পরিবারের প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়ালেন সম্মানীত পিএফজি সদস্য সোহেল সরওয়ার কাজল। - মুহাম্মদ আব্দুর রব খাঁন, কক্সবাজার।

কোভিড-১৯ মহামারীর আকার ধারণ করার পর বিদ্যমান সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে সমাজের কোন সদস্য এ রোগে আক্রান্ত হলে অন্য সদস্যরা অজ্ঞতাবশত বা ক্ষেত্র বিশেষ জেনে শুনে ঐ রোগী এবং তার পরিবারের সদস্যদেরকে সামাজিক প্রতিবন্ধী বানিয়ে ফেলছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে সাথে তার পরিবারের ও বাড়ির সদস্যদেরকেও হোম কোয়ারেন্টাইনের নামে সামাজিকভাবে সম্পূর্ণরূপে একঘরে করে ফেলা হচ্ছে এবং এ সংকটকালীন সময়ে তাদেরকে কোন ধরণের সহযোগিতা করা হচ্ছেনা। এতে করে দেখা যাচ্ছে, আক্রান্ত ব্যক্তি ও তার পরিবার প্রতিনিয়ত নানা ধরণের সামাজিক বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন এবং ক্ষেত্র বিশেষ দেখা যায় সমাজের অন্য সদস্যরা তাদের গায়ে এক ধরণের সামাজিক কলঙ্কের চাপ দিয়ে দিচ্ছেন। সামাজিক ব্যবস্থার এধরণের চরম অবমাননাকর পরিস্থিতিতে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত রোগী এবং উক্ত রোগে মৃত্যুবরণ কারী ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিলেন কক্সবাজারের রামু উপজেলার সম্মানীত পিএফজি সদস্য, উক্ত উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব সোহেল সরওয়ার কাজল। রামুর করোনা রোগীদের প্রতি মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে তিনি গত ০৩ জুন, ২০২০ তারিখে উক্ত উপজেলার কাওয়ার খোপ ইউনিয়নে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ কারী ছেনুয়ারা বেগমের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেন এবং তাদের এ বিপদে উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে সব ধরণের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এসময় জনাব কাজল বলেন, করোনা রোগী ও তার পরিবারের সদস্যদের উপর সমাজের অন্য সদস্যরা যেভাবে এক ধরণের সামাজিক কলঙ্ক চাপিয়ে দিচ্ছে তা সত্যিই দুংখজনক এবং অগ্রহণযোগ্য। ব্যক্তিগত ভাবে আমি এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন শুরু করেছি। এছাড়া জনগণ আমাকে ভোট দিয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত করছেন বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য।

তাই নিশ্চিতভাবে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকা সত্বেও এসময় উল্লেখিত ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী ও তার পরিবারের পাশে দাঁড়ানোটা আমার নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব বলে মনে করি। তাছাড়া আমার মতে, লকডাউন চলাকালীন সময়ে শুধু ত্রাণ বিতরণ করলেই হবেনা বরং রোগীদের প্রতি সমাজের নেতিবাচক ধারণা দূর করতে হলে রাজনীতিবিদদের তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। এসময় তিনি

THE HUNGER PROJECT

The Hunger Project
House: 2/2 (4th Floor), Block- A, Mirpur Road, Mohammadpur, Dhaka- 1207
Phone: +88 (02) 9130479, 9146271; Fax: +88 (02) 9146195; web: www.thpb.org; www.thpbd.org

সবাইকে এ রোগ সম্পর্কে সর্ব্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন ও স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করার জন্য উদাত্ন আহ্বান জানান। অন্যদিকে, উল্লেখিত মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য জনাব কাজলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, এ মৃত ব্যক্তির বাড়ী থেকে আসার পর জনাব কাজল ও তাঁর পরিবার করোনায় আক্রান্ত হন। কিন্তু এরপরও তিনি ভেঙ্গে পড়েননি বরং আত্নবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর সুস্থতার জন্য সকলের নিকট দোয়া চান। বর্তমানে তিনি ও তাঁর পরিবার সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন।

কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট চলমান সংকটকালীন সময়ে দুর্গত মানুষের পাশে ত্রাণ সহায়তা নিয়ে হাজির হলেন বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার পিএফজি সদস্যরা। - হাফিজুর রহমান নোমান, সুনামগঞ্জ।

কোভিড-১৯ এর ভয়াল থাবায় স্থবির হয়ে পড়া বিশ্বে অসহায় ও নিম্ন আয়ের মানুষেরা যখন মানবেতর জীবন যাপন করছে ঠিক তখনই সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার দুর্গত মানুষের পাশে আর্থিক সহায়তা নিয়ে উপস্থিত হলেন উক্ত উপজেলার সম্মানীত পিএফজি সদস্যরা। উল্লেখিত সহায়তামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে 'আমরা সাদা মনের মানুষ' নামক একটি সামাজিক সংগঠনের প্রত্যক্ষ সহায়তায়

গত ১২ মে, ২০২০ তারিখে উক্ত উপজেলার ৫টি ইউনিয়নের ১০ টি অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে অর্থ সহায়তা তুলে দেন পিএফজি সদস্যরা। এক্ষেত্রে অনেক যাচাই বাচাই করে সহায়তা প্রদানের জন্য এমন ১০টি পরিবার চিহ্নিত করা হয় যারা করোনা মহামারীর এই দুঃসময়ে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কোন ধরণের সাহায্য সহযোগিতা পায়নি। তাছাড়াও এই পরিবারগুলোর মধ্যে অন্ধ ও বাক প্রতিবন্ধীসহ সমাজের সবচেয়ে সমস্যাগ্রস্ত সদস্যরা রয়েছেন।এদিন বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার প্রেসক্লাবে ছোট পরিসরের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে পিএফজি সদস্যরা সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে নির্ধারিত পরিবারগুলোর মধ্যে সরাসরি এই অর্থ তুলে দেন। উল্লেখ্য, তাহিরপুর ও জামালগঞ্জের পর এটি ছিল হাওর বেষ্টিত তৃতীয় উপজেলা যেখানে 'আমরা সাদা মনের মানুষ' নামক সামাজিক সংগঠনটির প্রত্যক্ষ সহায়তায় পিএফজি সদস্যরা অসহায়দের মধ্যে অর্থ বিতরণ করেন। অন্যদিকে, বিশ্বম্ভরপুরের পিএফজির সদস্যদের মধ্যে একটি বিষয় বরাবরই লক্ষণীয় যে, উপজেলা পর্যায়ের যেকোন কাজ করার সময় তারা তাদের উপজেলার ৫টি ইউনিয়নকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। বিগত সময়ে অনুষ্ঠিত পিস ইভেন্টগুলোর ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি তারা মেনে চলেছেন। এবারের কার্যক্রমেও তারা তাদের ৫টি ইউনিয়ন থেকে অসহায়ত্বের ভিত্তিতে এই তালিকা তৈরি করেন এবং প্রতি ইউনিয়ন থেকে ২ টি করে পরিবারের মধ্যে প্রাপ্ত অর্থ বিতরণ করেন। যে সকল গ্রামের সদস্যরা এই পর্যায়ে অর্থ সহায়তা পেয়েছেন সে গ্রাম গুলো হলো: বিশ্বভরপুর সদর-১টি পরিবার, শাহাপুর- ১টি পরিবার, আলীপুর- ১টি পরিবার, কৃষ্ণ নগর- ১টি পরিবার, মল্লিকপুর- ১টি পরিবার, মেরুয়াখলা- ১টি পরিবার, শিলজোয়ার-২টি পরিবার, রামপুর- ১টি পরিবার, গোয়াইনগঞ্জ- ১টি পরিবার। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বম্ভরপুর পিএফজির কো-অর্ডিনেটর, পিএফজির সুনামগঞ্জ ডিসট্রিক নেটওয়ার্কের এক্সিকিউটিভ মেম্বার এবং উক্ত উপজেলার সুজন এর সভাপতি এ টি এম আজরফ, বিএনপির পিস এ্যামবাসেডর আব্দুস সাত্তার, জাতীয় পার্টির পিস এ্যামবাসেডর মোরশেদ মিয়া ও পিএফজি মেম্বার স্বপন কুমার বর্মন। এসময় সকল পিএফজি সদস্যই উপস্থিত সবার মধ্যে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করেন এবং উপস্থিত সকলেই মাস্ক ব্যবহার করেন। এছাড়াও পিএফজির সদস্যরা এসময় আমরা সাদা মনের মানুষ নামক সংগঠনটিকে তাদের উপর আস্থা রাখার জন্য এবং সামান্য পরিমাণ হলেও উপজেলার ১০টি পরিবারকে সহায়তা প্রদান করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন।